পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ

জাতীয় পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন। এতে সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি সুব্রত কুমার ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক আসাফুদ্দোলা মাসুম, যুগ্ম সম্পাদক হাবিবুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, রবিউল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

এ সময় বক্তারা জাতীয় নির্বাচনের আগেই পে-স্কেল ঘোষণা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। দ্রুত দাবি মানা না হলে কলম বিরতিসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।

সমাবেশ শেষে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি জেলা জজ আদালত চত্বর থেকে শুরু হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চত্বর প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে ২০ জন আহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২০জন আহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সাধুখালি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, সাধুখালী গ্রামের শহিদুল মাস্টারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল একই এলাকার নূর আলী ও

বাদশার।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে নূর আলী ও বাদশার লোকজন ওই জমি দখল নিতে গেলে শহিদুল মাস্টারের পক্ষের লোকজন বাধা দেয়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ২০জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

খবর পেয়ে শৈলকুপা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ন কবির মোল্লা বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে দেশীয় অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ মাদকসহ নারী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মাদক ও বিপুল সংখ্যক দেশীয় অস্ত্রসহ তাছলিমা আক্তার(৩৫) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬। গ্তকাল বুধবার রাত ১টার দিকে হরিণাকুন্ড পৌরসভার চটকাবাড়িয়া গ্রামের নিজ বাড়ী থেকে তাকে আটক করা হয়। হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি (তদন্ত) অসিত কুমার রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত তাছলিমা আক্তার ওই গ্রামের হোসেন আলীর স্ত্রী। র্যাব-৬ এর কম্পানী কমান্ডার এএসপি মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার চটকাবাড়িয়া গ্রামের চিহ্নিত মাদক কারবারী হোসেন আলীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। হোসেন আলী ওই গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে।

এ সময় দুই কেজি গাঁজা ও ৮টি রাম দা-সহ বিপুল পরিমাণ দেশীয়

অস্ত্রসহ তাছলিমা আক্তারকে গ্রেফতার করে র্যাব-৬।
র্যাবের কর্মকর্তা আরও বলেন, এ ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হোসেন আলী পলাতক রয়েছেন। সে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মাদকের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল।

পলাতক আসামীকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান চলমান রয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় মামলা করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি (তদন্ত) অসিত কুমার রায় বলেন, র্যাব-৬ এর পক্ষ থেকে হরিণাকুণ্ডু থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রেফতার নারীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মহেশপুর সীমান্ত থেকে মদ ও ইয়াবা আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তের কাছে মদ ও ইয়াবা আটক করেছে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)’র একটি টহল দল।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)’র সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমানের স্বাক্ষরিত বিজিবি’র এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানাযায়, মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) আনুমানিক ৭.৫০মিনিটের সময় মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ মাটিলা বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৫২/১০-এস হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাটিলা মাঠপাড়া গ্রামের মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর ড্রাগন বাগানের মধ্যে হতে হাবিলদার মোঃ শহিদুল ইসলাম এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৩৩ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া গত ২৬ জানুয়ারি আনুমানিক ২১.৩৫ ঘটিকায় মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ গশেপুর বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৬৭ এমপি হতে আনুমানিক ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গোয়ালপাড়া গ্রামের ঘাটপাড়া নামক স্থানে মোঃ শাহজাহান এর চায়ের দোকানের সামনে ইটের হেয়ারিং রাস্তার উপর হতে হাবিলদার সঞ্জয়

কুমার সিংহ এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৭৩ পিচ ভারতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

কোটচাঁদপুরে নির্বাচন নিয়ে তরুনদের ভাবনা ও প্রত্যাশা বিষয়ক সংলাপ

জেলার কোটচাঁদপুরে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে তরুণদের ভাবনা এবং প্রত্যাশা বিষয়ক সংলাপ হয়েছে। সংলাপে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, দুই শতাধিক শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টায় কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সংলাপের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হাসানের সভাপতিত্বে সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, জেলা নির্বাচন অফিসার আবুল হোসেনসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের গুরুত্ব, ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং তরুণদের দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংলাপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও তরুণদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন উপস্থিত নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অতিথিরা।

গণসংলাপে জেলা পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল বলেন, রাষ্ট্ররসংস্কারের পক্ষে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে। সাম্য, মানবিক ও সমতাভিত্তিক সামাজিক মর্যাদাভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে গণভোট একটি সুযোগ। এই সুযোগনকাজে লাগাতে হবে।

সংলাপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে জেলা

প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলোর কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। নতুন ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে জনমত তৈরি করতে হবে। গণভোটে ‘হ্যা’ জয়যুক্ত হলে দেশে সংস্কার বাস্তবায়ন হবে। নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার আকাঙ্খা বাস্তবায়ন হবে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা গণভোট ও জাতীয় নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি, দায়িত্ব, করণীয় ও নির্দেশনা বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

ত্রিমুখী লড়াইয়ের আভাস, রাশেদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ

ঝিনাইদহ-৪ আসনে ক্রমেই জটিল হচ্ছে ভোটের সমীকরণ। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক থেকে সদ্য বিএনপিতে যোগ দেওয়া রাশেদ খাঁন জেলার নির্বাচনী আলোচনায় উঠে এসেছেন।

কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে রাশেদকে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী করা হলেও স্থানীয় নেতা-কর্মীদের বড় একটি অংশ তা স্বাভাবিকভাবে মেনে না নেওয়ায় তাদের ক্ষোভের সুযোগে শক্ত অবস্থান তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন দলটির হেভিওয়েট স্বতন্ত্র প্রার্থী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, রাশেদ খাঁন হাইকমান্ডের ভরসা হলেও মাঠের জনপ্রিয়তায় এগিয়ে আছেন বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী ফিরোজ। বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর নেতা-কর্মীদের দুই মেরুতে অবস্থান ঝিনাইদহ-৪ আসনের ভোটের মাঠে এক নতুন নাটকীয়তার জন্ম দিয়েছে। আর বিএনপির ঘরের এই বিবাদকে পুঁজি করে সুকৌশলে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. আবু তালিব। ধানের শীষের ভোট যখন দুই ভাগ হওয়ার শঙ্কায়, তখন ভোটারদের মন জয় করে চমক দেখানোর পথে হাঁটছেন জামায়াত প্রার্থী।

তবে জেলা বিএনপির দাবি, দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো নেতা- কর্মী যাবে না। ব্যক্তির জন্য নয়, ধানের শীষের প্রার্থীর হয়েই কাজ করবে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা।

ঝিনাইদহ-৪ আসনটি কালীগঞ্জ উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন ও সদরের ৪টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত। বিএনপির ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই আসনে দলটির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ ও জেলা বিএনপির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মুর্শিদা জামান।

আসনটিতে বিএনপির দলীয় প্রার্থী হিসেবে সদ্য বিএনপিতে যোগ দেওয়া রাশেদ খাঁনকে মনোনয়ন দেওয়ায় স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ ও কাফনের কাপড় পরে মিছিল করেন। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে রাশেদকে প্রার্থী করা হলেও স্থানীয় নেতা-কর্মীদের বড় একটি অংশ তাকে মেনে নিতে না চাইলে বিএনপির স্থানীয় রাজনীতিতে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। পরবর্তীতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন সাইফুল ইসলাম ফিরোজ ও মুর্শিদা জামান। তবে মুর্শিদা জামান মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলেও ভোটের মাঠে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আছেন স্বেচ্ছাসেবক দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ।

জানা গেছে, ফিরোজের পক্ষে কালীগঞ্জের বিএনপির বড় একটি অংশ কাজ করছেন। এরই মধ্যে গত ১০ জানুয়ারি মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতা হামিদুল ইসলাম হামিদ ও মুর্শিদা জামানকে ঢাকায় ডেকে নিয়ে সাক্ষাৎ করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সাক্ষাতের পরদিন থেকে তাদের রাশেদ খাঁনের সঙ্গে বিভিন্ন গণসংযোগ ও সমাবেশে অংশ নিতে দেখা গেছে।

তবে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে রাশেদের প্রধান বাধা এখন স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ। স্থানীয় রাজনীতিতে ফিরোজের শক্তিশালী জনভিত্তি এবং তৃণমূলের ব্যাপক সমর্থন রাশেদ খাঁনের নিশ্চিত জয়ের পথে বড় চ্যালেঞ্জ বা পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলীয় প্রতীক বনাম ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার এই লড়াইয়ে এখন সরগরম কালীগঞ্জের অলিগলি। অন্যদিকে বিএনপির দুই মেরুর লড়াইয়ের এই সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চায় জামায়াতে ইসলামী।

বিএনপির মনোনীত প্রার্থী রাশেদ খাঁন বলেন, ‘বিএনপির চেয়ারম্যান

তারেক রহমানের সিদ্ধান্তে হাইকমান্ড আমাকে এই আসনে পাঠিয়েছেন। দল হিসেবে বিএনপিকে ক্ষমতায় নিতে হলে মানুষ ধানের শীষে ভোট দেবে। ঝিনাইদহ-৪ আসন বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা। আমি বিশ্বাস করি, এ আসনের ভোটাররা আমাকে নির্বাচিত করে সংসদে পাঠাবে।’

স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, ‘বিএনপির মধ্যে ৮০ শতাংশ নেতা-কর্মী আমার সঙ্গে রয়েছে। আর সাধারণ মানুষ চায় তাদের নিজ এলাকার মানুষ এমপি হোক। সেই হিসেবে কালীগঞ্জের সকল মানুষের চাওয়ায় আমি প্রার্থী হয়েছি। তাদের ভোটে আমি এমপি নির্বাচিত হবো।’

জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. আবু তালিব বলেন, ‘আমাদের ভোটাররা এখন উৎসবমুখর রয়েছে। তারা ভোট দিতে পারবে বলে বিশ্বাস করছে। সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তারা এবার চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে নীরব বিপ্লব ঘটাবে। আমি আশাবাদী, জনগণ আমাকে ভোটে বিজয়ী করবে।’

আমরা এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে -ড. শফিকুর রহমান

আমরা এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে। নারীদের প্রতি কেউ কুদৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না, তাকালে সেই চোখ উপড়ে ফেলা হবে বলে ঘোষনা দিয়েছেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ শহরের ওয়াজির আলী হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত বিশাল নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এসময় তিনি নারীদের অবর্ননীয় ত্যাগের বর্ণনা করে বলেন, মায়েদের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সেই মায়েদের দিকে যারা খারাপ

দৃষ্টিতে তাকাবে তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে।

বক্তব্যের শুরুতে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমিরে জামায়াত শহীদ ওসমান হাদি’র ইনকিলাব মঞ্চ ও জামায়াতের পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

এসময় তিনি বলেন, যারা বিগত আন্দোলনে স্বামী, স্ত্রী, সস্তান, বোন ও পিতাকে হারিয়েছেন আমি তাদের হয়ে আপনাদের সামনে দাড়িয়েছি। জবীনের ঝুকি নিয়ে চেষ্টা করেছি তাদের পাশে দাড়ানোর। কি অপরাধ ছিলো তাদের। তাদেরকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। অপরাধ একটাই অপশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা। এ কারণে তাদের বিরুদ্ধে নির্মম আচরণ করা হয়েছে। আমরা সন্তান হারানোদের কাছে গিয়েছি। তাদের আহাজারি সহ্য করতে পারিনি। অনেকে আছেন যারা তাদের সন্তানদের এখনো কোনো খোঁজ পাননি।

এসময় তিনি বলেন, পকেট থেকে জোর করে টাকা নেওয়া হয়েছে, চাঁদাবাজি করা হয়েছে। সেই ফ্য্যাসিবাদ বাংলায় আবার ফিরে আসুক আপনারা কি তাই চান। আমাদের সন্তানরা যারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আন্দোলন করেছেন। তাদের প্রতি সববেদনা জানাচ্ছি। তিনি বলেন, এই জনপদে সবথেকে বেশি খুন হয়েছে। সোহানের মা বলেছিলেন, তোমরা আমার সন্তানকে মেরেছো ঠিক আছে কিন্তু তার চোখ দুটি কেন তুলে নিলে কি অপরাধ করেছিল আমার ছোট্ট সন্তান।

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াত আয়োজিত ১১ দলীয় জোটের এ সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসাইন।

এছাড়া সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন, ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের আমির ও ঝিনাইদহ-২ আসনের জামায়াত জোট প্রার্থী মাওলানা আলী আজম মো. আবু বকর। বিশাল এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের জামায়াত প্রার্থী অধ্যাপক মতিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ-৪ আসনের আবু তালিব ও ঝিনাইদহ-১ আসনের প্রার্থী এএসএম মতিউর রহমানসহ জেলা নেতৃবৃন্দ।

জামায়াতের আমিরের জনসভা কেন্দ্র করে দুপুর থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা জনসভাস্থলে আসতে থাকে। বিকাল গড়ানোর আগেই কানায় কানায় ভরে ওঠে জনসভার মাঠ। পুরো ঝিনাইদহ শহর লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা নেতাকর্মীদের বাস ট্রাকসহ থ্রী হুইলারে চরম যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ পথচারিরা।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে চুয়াডাঙ্গা থেকে সড়ক পথে ঝিনাইদহে এসে পৌছান জামায়াতের আমীর। এরপর সরাসরি সমাবেশস্থলে পৌছে মঞ্চে ওঠেন। ৬ টা ৫৫ মিনিটে বক্তৃতা শুরু করেন আমিরে জামায়াত। মাত্র ২৩ মিনিটের বক্তব্যে আগামির বাংলাদেশ কেমন হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত রুপরেখা তুলে ধরে বলেন, মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রতেকটি জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে। মেডিকেল কলেজ করেই আমরা বসে থাকবো না। উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনবল দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। সঠিক শিক্ষা ছাড়া ভালো জাতি গড়া সম্ভব না। আমরা ঘোষণা করেছি বেকার সমস্যার সমাধান করতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। চাঁদাবাজি দুর্নীতি বন্ধ করা হবে।

প্রিয় ঝিনাইদহবাসি পাশের জেলা যশোরে যান সেখানে মেডিকেল কলেজ আছে কিন্তু রাস্তার বেহাল দশা। সরকারের কি জনশক্তি নাই। তাহলে অবকাঠামো কেন উন্নয়ন হচ্ছে না। রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট করা হয়েছে। আমরা কথা দিচ্ছি জামায়াত ইসলামী ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজ ও লুণ্ঠনকারীদের পেটে হাত দিয়ে সব সম্পদ বের করে আনা হবে, সে দেশে অথবা বিদেশে থাক। বেকারদেরর ভাতা দিয়ে আমরা অপমানিত করতে চাই না। বেকারদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

আমরা দুর্নীতিকে লালকার্ড দেখাতে চাই। দুর্নীতিবাজদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের লজ্জা করে না। দুর্নীতি ছেড়ে দাও নইলে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষা কর। চাঁদাবাজির থেকে ভিক্ষা করা সম্মানের।

উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, এ জাতির সন্তানেরা যুগে যুগে রক্ত দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমরা তাদের সম্মান দিতে চাই। ২৪ এ বিপ্লব করেছে, ২৬শে আরেকটি বিপ্লব করতে হবে। আগামি ১২ তারিখে ব্যালট বিপ্লব করতে হবে। দেশের উন্নয়নে এ বিপ্লব করতে হবে।

বক্তৃতা শেষে তিনি জেলার চারটি সংসদীয় আসনের ১১ দলীয় জোটের দাড়িপাল্লার প্রার্থী ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা উপজেলা) এএসএম মতিউর রহমান, ঝিনাইদহ-২ (সদর ও হরিণাকুণ্ডু) আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলা) অধ্যাপক মতিয়ার রহমান এবং ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ উপজেলা ও সদরের ৪টি ইউনিয়ন) মাওলানা আবু তালিবকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের হাতে দাড়িপাল্লা তুলে দেন।

ঝিনাইদহে হকি ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার সমাপনী

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০২৫-২৬ এর আওতায় ঝিনাইদহ জেলা ক্রীড়া অফিস এর আয়োজনে (অনূর্ধ্ব ১৬) হকি ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিনব্যাপী খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত হকি খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় হলুদ হকি দল ও রানার্সআপ হয় নীল হকি দল। টেবিল টেনিস খেলায় বালক এককে চ্যাম্পিয়ন হয় সানি মোল্লা ও রানার্সআপ হয় মো: তানজিবুর রহমান।

দ্বৈত চ্যাম্পিয়ন হয় সানি মোল্লা ও আল আমিন মন্ডল এবং রানার্সআপ হয় তানজিবুর রহমান ও সমৃদ্ধ বিশ্বাস।

বালিকা এককে চ্যাম্পিয়ন হয় নুসরাত নওরীন ও রানার্সআপ হয় নাদিরা। বালিকা দ্বৈত চ্যাম্পিয়ন হয় রানী খাতুন ও নুসরাত নওরীন এবং রানার্সআপ হয় বৃষ্টি ও মারিয়া বিনতে আজাদ।অপরদিকে একইদিনে ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০২৫-২০২৬ এর আওতায় ঝিনাইদহ জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে মাসব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণের (অনূর্ধ্ব-১৫) সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

উক্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও ফুটবল প্রশিক্ষণের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলা ক্রীড়া অফিসার আমানুল্লাহ আহমেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার,হোসনেআরা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য অফিসার মোহাম্মদ আব্দুর রউফ,জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি,জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যবৃন্দ,বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ,দর্শনার্থীবৃন্দ। মাসব্যাপী (২১ টি সেশনে) ফুটবল প্রশিক্ষণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন বালক ফুটবলার অংশগ্রহণ করে।

কোটচাঁদপুরে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের আয়োজনে প্রশিক্ষণে ৮০৪ জন অংশগ্রহণ করেন। মঙ্গলবার সকালে কোটচাঁদপুর সরকারি খন্দকার মোশারফ হোসেন কলেজ মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

জেলা নির্বাচন অফিসার আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। এতে পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হাসানসহ নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে কোটচাঁদপুর উপজেলার ৫৭ জন প্রিজাইডিং অফিসার, ২৪৯ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ৪৯৮ জন পোলিং অফিসার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এসময় ভোটগ্রহণের দিন দায়িত্ব পালন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যালট ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহে শিক্ষার মান উন্নয়নে

মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহ জেলার শিক্ষার গুণগত মানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ’র সভাপতিতে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) নারায়ণ চন্দ্র পাল।

এছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় জেলা প্রশাসক জেলার শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের নিকট বিভিন্ন আইডিয়া ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে মতামত জানতে চান।

শিক্ষকরা মুক্ত আলোচনায় তাদের ভাবনা ও প্রস্তাব তুলে ধরেন। আলোচনায় শিক্ষার মান উন্নয়ন, বিদ্যালয় পরিচালনা, ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি বৃদ্ধি, বিদ্যালয় পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, শিক্ষার মূল্যবোধ নিশ্চিতকরণ, ঝরে পড়া শিক্ষার্থী হ্রাস, জবাবদিহিতা ও মনিটরিং জোরদারকরণ, অভিভাবক সমাবেশ আয়োজনসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে।

জেলা প্রশাসক অত্যন্ত ধৈর্য ও গুরুত্বের সঙ্গে সকলের বক্তব্য শোনেন। সভার শেষপর্বে শিক্ষকদের প্রস্তাবনার আলোকে প্রতি বছর প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেন তিনি।